চতুর্বিংশতি অধ্যায়

ভগবানের মৎস্যাবতার

এই অধ্যায়ে ভগবানের মৎস্যরূপে অবতরণ, এবং মহাপ্লাবন থেকে মহারাজ সত্যব্রতকে উদ্ধার বর্ণিত হয়েছে।

ভগবান স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) বর্ণিত হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—ভগবান সাধুদের বা ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারী বা অভক্তদের বিনাশ করার জন্য এই জগতে আবির্ভূত হন। তিনি বিশেষ করে গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভক্ত এবং বৈদিক ধর্ম সংরক্ষণের জন্য অবতরণ করেন। এইভাবে তিনি মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহদেব, বামনদেব ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হন—কিন্তু তিনি যেই রূপেই এই জড় জগতে অবতরণ করুন না কেন তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। এটিই তাঁর পরম ঈশ্বরত্বের লক্ষণ। যদিও তিনি এই মায়িক জগতে আসেন, তবুও মায়া তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই কোন জড় গুণই তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না।

পূর্ব কল্পের অবসানে, এক সময় হয়গ্রীব নামক এক অসুর প্রলয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ থেকে *বেদ* অপহরণ করে। তাই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের শুরুতে ভগবান মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদ উদ্ধার করেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রত নামক এক অতি পুণ্যবান রাজা ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য ভগবান দ্বিতীয়বার মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। মহারাজ সত্যব্রত পরে শ্রাদ্ধদেব নামে সূর্যদেবের পুত্র হন। ভগবান তাঁকে মনুপদে স্থাপন করেন।

ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য মহারাজ সত্যব্রত কেবল জল মাত্র পান করে তপস্যায় যুক্ত হয়েছিলেন। এক সময় কৃতমালা নদীর তীরে তিনি যখন তপস্যারত হয়ে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে তিনি একটি ছোট্ট মাছ দেখতে পান। সেই মাছটি রাজার কাছে প্রার্থনা করেন রাজা যেন এক নিরাপদ স্থানে তাঁকে রেখে রক্ষা করেন। রাজা যদিও বুঝতে পারেননি যে, সেই ছোট মাছটি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, তবুও মাছটিকে আশ্রয় দান করা তাঁর কর্তব্য বলে মনে

করে তিনি তাঁকে একটি কলসের মধ্যে রাখেন। মহারাজ সত্যব্রতকে ঐশ্বর্য প্রদর্শন করার মানসে সেই মৎস্যরূপী ভগবান তৎক্ষণাৎ নিজেকে এমনভাবে বর্ধিত করেন যে, তাঁকে আর সেই কলসের জলে রাখা সম্ভব হল না। রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে একটি বিশাল কূপের মধ্যে রাখেন, কিন্তু সেই কূপটিতেও তাঁর স্থান সঙ্কুলান হল না। রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে একটি সরোবরে রাখলেন, কিন্তু সেই সরোবরটিও সেই মৎস্যটির উপযুক্ত হল না। অবশেষে রাজা মৎস্যটিকে সমুদ্রে স্থাপন করলেন, কিন্তু সমুদ্রেও তাঁর স্থান সঙ্কুলান হল না। তখন রাজা বুঝতে পারলেন যে, সেই মৎস্যটি ভগবান ছাড়া আর কেউ নন। রাজা তখন ভগবানকে মীনরূপে অবতরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাজার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁকে বলেন যে, সাত দিনের মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হবে, এবং তাঁর এই মৎস্য অবতারে তিনি ঋষি, ওষধি, বীজ এবং অন্যান্য জীবগণ সহ রাজাকে একটি নৌকায় রক্ষা করবেন, এবং সেই নৌকাটি মৎস্যটির শৃঙ্গে যুক্ত থাকবে। এই কথা বলে ভগবান তিরোহিত হন। রাজা সত্যব্রত ভগবানকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তাঁর ধ্যান করতে থাকেন। যথাসময়ে প্রলয় হয়েছিল এবং রাজা দেখেছিলেন যে একটি নৌকা তাঁর কাছে আসছে। ব্রাহ্মণ এবং ঋষিগণ সহ সেই নৌকায় আরোহণ করে তিনি ভগবানের স্তবস্তুতি করেছিলেন। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং এইভাবে তিনি মহারাজ সত্যব্রত ও ঋষিদের হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। মহারাজ সত্যব্রত পরবর্তী জীবনে বৈবস্বত মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর উল্লেখ *ভগবদ্গীতায়* করা হয়েছে। *বিবস্বান্ মনবে প্রাহ*—এই *ভগবদ্গীতার* বিজ্ঞান সূর্যদেব তাঁর পুত্র মনুকে বলেছিলেন। বিবস্বানের পুত্র হওয়ার ফলে এই মনুর নাম বৈবস্বত মনু।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

ভগবচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্ভুতকর্মণঃ ।
অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান; **শ্রোতুম্**—শ্রবণ করতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **অদ্ভুত-কর্মণঃ**—যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত বিচিত্র; **অবতার-কথাম্**—অবতারের লীলাবিলাস; **আদ্যাম্**—প্রথম; **মায়া-মৎস্য-বিড়ম্বনম্**—যা কেবল এক মায়িক মৎস্য মাত্র।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—ভগবান শ্রীহরি নিত্যকাল তাঁর চিন্ময় পদে অবস্থিত, তবুও তিনি বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে তিনি এক মহামৎস্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হে পরম শক্তিমান শুকদেব গোস্বামী, আমি আপনার কাছে সেই মৎস্যাবতারের বিষয়ে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

ভগবান সর্বশক্তিমান, তবুও তিনি এক অসাধারণ মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন। এটি তাঁর দশবিধ স্বাংশ অবতারের অন্যতম।

শ্লোক ২-৩

যদর্থমদধাদ্ রূপং মাৎস্যং লোকজুগুপ্সিতম্ ।
তমঃপ্রকৃতি দুর্মর্ষং কর্মগ্রস্ত ইবেশ্বরঃ ॥ ২ ॥
এতন্নো ভগবন্ সর্বং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ।
উত্তমশ্লোকচরিতং সর্বলোকসুখাবহম্ ॥ ৩ ॥

যৎ-অর্থম্—কি উদ্দেশ্যে; **অদধাৎ**—ধারণ করেছিলেন; **রূপম্**—রূপ; **মাৎস্যম্**—মৎস্যের; **লোক-জুগুপ্সিতম্**—যা এই জগতে অত্যন্ত নিন্দিত; **তমঃ**—তমোগুণে; **প্রকৃতি**—এই প্রকার আচরণ; **দুর্মর্ষম্**—যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং গর্হিত; **কর্ম-গ্রস্তঃ**—কর্মফলের অধীন; **ইব**—সদৃশ; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **এতৎ**—এই সমস্ত তথ্য; **নঃ**—আমাদের; **ভগবন্**—হে পরম শক্তিমান ঋষি; **সর্বম্**—সব কিছু; **যথাবৎ**—যথাযথভাবে; **বক্তুম্ অর্হসি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **উত্তমশ্লোক-চরিতম্**—ভগবানের লীলা; **সর্বলোক-সুখ-আবহম্**—যা শ্রবণ করার ফলে সকলেই সুখী হয়।

অনুবাদ

সাধারণ জীব যেমন কর্মফলের অধীন হয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তেমনই কি উদ্দেশ্যে ভগবান লোকনিন্দিত মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন? মৎস্যরূপ নিশ্চিতরূপে গর্হিত এবং দুঃসহ বেদনাপূর্ণ। হে ভগবন্, এই অবতারের কি উদ্দেশ্য ছিল? দয়া করে আমাদের কাছে সেই কথা বর্ণনা করুন, কারণ ভগবানের লীলাবিলাস শ্রবণ করা সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামীর কাছে পরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্নটি *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবানের উক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" ভগবানের প্রতিটি অবতরণের উদ্দেশ্য অধর্মের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা এবং বিশেষ করে তাঁর ভক্তদের রক্ষা করা (*পরিত্রাণায় সাধূনাম্*)। যেমন, বলি মহারাজকে রক্ষা করার জন্য বামনদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, ভগবান যখন গর্হিত মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন, তা অবশ্যই কোন ভক্তকে কৃপা করার জন্য। পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই ভক্ত সম্বন্ধে জানতে উৎসুক হয়েছিলেন যার জন্য ভগবান এই রূপ ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীসূত উবাচ
ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতেন ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।
উবাচ চরিতং বিষ্ণোর্মৎস্যরূপেণ যৎ কৃতম্ ॥ ৪ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **ইতি উক্তঃ**—এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে; **বিষ্ণুরাতেন**—বিষ্ণুরাত নামক পরীক্ষিৎ মহারাজের দ্বারা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **বাদরায়ণিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী; **উবাচ**—বলেছিলেন; **চরিতম্**—লীলাবিলাস; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **মৎস্য-রূপেণ**—তাঁর মৎস্য রূপের দ্বারা; **যৎ**—যা কিছু; **কৃতম্**—করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সেই পরম শক্তিমান মহাত্মা ভগবানের মৎস্যাবতারের লীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ৫

শ্রীশুক উবাচ

গোবিপ্রসুরসাধূনাং ছন্দসামপি চেশ্বরঃ ।
রক্ষামিচ্ছংস্তনূর্ধত্তে ধর্মস্যার্থস্য চৈব হি ॥ ৫ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গো**—গাভীদের; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **সুর**—দেবতাদের; **সাধূনাম্**—এবং ভক্তদের; **ছন্দসাম্ অপি**—এমন কি বৈদিক শাস্ত্রের; **চ**—ও; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **ইচ্ছন্**—বাসনা করে; **তনূঃ ধত্তে**—অবতারের রূপ ধারণ করেন; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অর্থস্য**—জীবনাদর্শের নীতি; **চ**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভক্ত, বৈদিক শাস্ত্র, ধর্ম এবং জীবনাদর্শের নীতি রক্ষা করার জন্য ভগবান অবতারমূর্তি ধারণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবান সাধারণত গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হন। ভগবানকে *গোব্রাহ্মণহিতায় চ* বলে বর্ণনা করা হয়; অর্থাৎ, তিনি সর্বদা গাভী এবং ব্রাহ্মণদের হিত সাধনে আগ্রহী। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি একজন গোপবালক রূপে আবির্ভূত হয়ে কিভাবে গাভী এবং গো-বৎসদের রক্ষা করতে হয় তার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তেমনই, তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ সুদামা বিপ্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবানের আচরণ থেকে মানুষের বোঝা উচিত কিভাবে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের রক্ষা করতে হয়। তখন ধর্ম, অর্থ এবং বৈদিক জ্ঞান রক্ষা করা যায়। গোরক্ষা ব্যতীত ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি পালন করা সম্ভব নয়; এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি ব্যতীত জীবনের উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে না। ভগবানকে তাই *গোব্রাহ্মণহিতায়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি অবতরণ করেন কেবল গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত, এই কলিযুগে যেহেতু গাভী এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা হচ্ছে না, তাই সব কিছুই এক ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। মানব-সমাজ যদি উন্নত হতে চায়, তা হলে সমাজের নেতাদের অবশ্যই *ভগবদ্গীতার* উপদেশ অনুসরণ করতে হবে এবং গাভী, ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মণ ্যসংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে।

শ্লোক ৬

উচ্চাবচেষু ভূতেষু চরন্ বায়ুরিবেশ্বরঃ ।
নোচ্চাবচত্বং ভজতে নির্গুণত্বাদ্ধিয়ো গুণৈঃ ॥ ৬ ॥

উচ্চ-অবচেষু—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শরীর সমন্বিত; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **চরন্**—আচরণ করে; **বায়ুঃ ইব**—ঠিক বায়ুর মতো; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান; **ন**—না; **উচ্চ-অবচত্বম্**—উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যোনির গুণ; **ভজতে**—স্বীকার করেন; **নির্গুণত্বাৎ**—সমস্ত জড় গুণের অতীত চিন্ময় হওয়ার ফলে; **ধিয়ঃ**—সাধারণত; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

বায়ু যেমন বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই ভগবানও কখনও মানুষরূপে এবং কখনও নিকৃষ্ট স্তরের পশুরূপে আবির্ভূত হলেও সর্বদাই গুণাতীত। যেহেতু তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত, তাই তিনি উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট রূপের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

ভগবান জড়া প্রকৃতির অধীশ্বর (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*)। তাই, প্রকৃতির পরম নিয়ন্তা হওয়ার ফলে ভগবান কখনও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হন না। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, বায়ু যদিও বহু স্থানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবুও বায়ু সেই সমস্ত স্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বায়ু যদিও কখনও কখনও নোংরা স্থানের দুর্গন্ধ বহন করে, তবুও সেই স্থানের সঙ্গে বায়ুর কোন সম্পর্ক নেই। তেমনই, ভগবান সর্বশুভ এবং সর্ব-মঙ্গলময় হওয়ার ফলে, সাধারণ জীবের মতো কখনই প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। জীব যখন এই জড় জগতে থাকে, তখন সে প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভগবান কিন্তু প্রভাবিত হন না। যারা তা জানে না, তারা অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হয়ে ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করে (*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*)। *পরং ভাবমজানন্তঃ*—মূর্খেরা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করে, কারণ তারা ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত নয়।

শ্লোক ৭

আসীদতীতকল্পান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ ।
সমুদ্রোপপ্লুতাস্তত্র লোকা ভূরাদয়ো নৃপ ॥ ৭ ॥

আসীৎ—ছিল; **অতীত**—পূর্বে; **কল্প-অন্তে**—কল্পের শেষে; **ব্রাহ্মঃ**—ব্রহ্মার দিনের; **নৈমিত্তিকঃ**—সেই কারণে; **লয়ঃ**—প্লাবন; **সমুদ্র**—সমুদ্র; **উপপ্লুতাঃ**—জলমগ্ন হয়েছিল; **তত্র**—সেখানে; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **ভূঃ-আদয়ঃ**—ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ, এই তিন-লোক; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব কল্পের অবসানে, ব্রহ্মার দিনান্তে তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন, তখন প্রলয় হয়েছিল, এবং ত্রিলোক তখন সমুদ্রের জলে নিমগ্ন হয়েছিল।

শ্লোক ৮

কালেনাগতনিদ্রস্য ধাতুঃ শিশয়িষোর্বলী ।
মুখতো নিঃসৃতান্ বেদান্ হয়গ্রীবোঽন্তিকেঽহরৎ ॥ ৮ ॥

কালেন—কালের প্রভাবে (ব্রহ্মার দিবাবসানে); **আগত-নিদ্রস্য**—তিনি যখন নিদ্রিত হয়েছিলেন; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার; **শিশয়িষোঃ**—শয়ন করার ইচ্ছায়; **বলী**—অত্যন্ত বলবান; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **নিঃসৃতান্**—নির্গত; **বেদান্**—বৈদিক জ্ঞান; **হয়গ্রীবঃ**—হয়গ্রীব নামক মহা অসুর; **অন্তিকে**—নিকটে; **অহরৎ**—হরণ করেছিল।

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনান্তে ব্রহ্মার ঘুম পেলে, তিনি তখন শয়ন করতে ইচ্ছা করেছিলেন। তখন তাঁর মুখ-নিঃসৃত বেদসমূহ হয়গ্রীব নামক এক মহান দানব হরণ করেছিল।

শ্লোক ৯

জ্ঞাত্বা তদ্ দানবেন্দ্রস্য হয়গ্রীবস্য চেষ্টিতম্ ।
দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

জ্ঞাত্বা—বুঝতে পেরে; **তৎ**—তা; **দানব-ইন্দ্রস্য**—মহা দানবের; **হয়গ্রীবস্য**—হয়গ্রীবের; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **শফরী-রূপম্**—মৎস্য রূপ; **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

সেই দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবের আচরণ অবগত হয়ে, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান শ্রীহরি সেই দানবকে সংহার করে বেদ উদ্ধার করার জন্য একটি মৎস্যের রূপ ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেহেতু সব কিছু তখন জলমগ্ন হয়েছিল, তাই বেদ উদ্ধার করার জন্য ভগবানকে মৎস্যরূপ ধারণ করতে হয়েছিল।

শ্লোক ১০

তত্র রাজঋষিঃ কশ্চিন্নাম্না সত্যব্রতো মহান্ ।
নারায়ণপরোঽতপৎ তপঃ স সলিলাশনঃ ॥ ১০ ॥

তত্র—সেই প্রসঙ্গে; **রাজ-ঋষিঃ**—এক ঋষিতুল্য রাজা; **কশ্চিৎ**—কোন; **নাম্না**—নামক; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত; **মহান্**—এক মহাপুরুষ; **নারায়ণ-পরঃ**—ভগবান নারায়ণের এক মহান ভক্ত; **অতপৎ**—তপস্যা করেছিলেন; **তপঃ**—তপস্যা; **সঃ**—তিনি; **সলিল-আশনঃ**—কেবল জলপান করে।

অনুবাদ

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সত্যব্রত নামক এক মহান ভগবদ্ভক্ত রাজর্ষি ছিলেন, তিনি কেবলমাত্র জলপানপূর্বক জীবন ধারণ করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে *বেদ* উদ্ধার করার জন্য ভগবান একবার মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে রাজর্ষি সত্যব্রতকে কৃপা করার জন্য ভগবান পুনরায় মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন। ভগবান যেমন দুইবার বরাহরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনই তিনি দুইবার মীনরূপেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এক মীনাবতারে ভগবান হয়গ্রীব অসুরকে সংহার করে *বেদ* উদ্ধার করেছিলেন, এবং অন্য মীনাবতারে তিনি মহারাজ সত্যব্রতকে কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ১১

যোঽসাবস্মিন্ মহাকল্পে তনয়ঃ স বিবস্বতঃ ।
শ্রাদ্ধদেব ইতি খ্যাতো মনুত্বে হরিণার্পিতঃ ॥ ১১ ॥

যঃ—যিনি; **অসৌ**—তিনি (পরম পুরুষ); **অস্মিন্**—এই; **মহা-কল্পে**—মহাকল্পে; **তনয়ঃ**—পুত্র; **সঃ**—তিনি; **বিবস্বতঃ**—সূর্যদেবের; **শ্রাদ্ধদেবঃ**—শ্রাদ্ধদেব নামক; **ইতি**—এই প্রকার; **খ্যাতঃ**—বিখ্যাত; **মনুত্বে**—মনুর পদে; **হরিণা**—ভগবানের দ্বারা; **অর্পিতঃ**—স্থাপিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এই (বর্তমান) কল্পে রাজা সত্যব্রত শ্রাদ্ধদেব নামে সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্ররূপে বিখ্যাত হয়েছেন। ভগবানের কৃপায় তিনি মনুর পদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্লোক ১২

একদা কৃতমালায়াং কুর্বতো জলতর্পণম্ ।
তস্যাঞ্জল্যুদকে কাচিচ্ছফর্যেকাভ্যপদ্যত ॥ ১২ ॥

একদা—একদিন; **কৃতমালায়াম্**—কৃতমালা নদীর তীরে; **কুর্বতঃ**—করেছিলেন; **জল-তর্পণম্**—তর্পণ; **তস্য**—তাঁর; **অঞ্জলি**—অঞ্জলি; **উদকে**—জলে; **কাচিৎ**—কোন; **শফরী**—একটি ছোট মাছ; **একা**—এক; **অভ্যপদ্যত**—প্রকট হয়েছিল।

অনুবাদ

একদিন তপস্যারত রাজা সত্যব্রত যখন কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন, তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ১৩

সত্যব্রতোঽঞ্জলিগতাং সহ তোয়েন ভারত ।
উৎসসর্জ নদীতোয়ে শফরীং দ্রবিড়েশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥

সত্যব্রতঃ—রাজা সত্যব্রত; **অঞ্জলি-গতাম্**—তাঁর অঞ্জলিস্থিত জলে; **সহ**—সহ; **তোয়েন**—জল; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **উৎসসর্জ**—ফেলে দিয়েছিলেন;

নদী-তোয়ে—নদীর জলে; **শফরীম্**—সেই ক্ষুদ্র মৎস্য; **দ্রবিড়-ঈশ্বরঃ**—দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত।

অনুবাদ

হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ! দ্রবিড় দেশের রাজা সত্যব্রত তখন তাঁর অঞ্জলিস্থিত জল সহ সেই মৎস্যটিকে নদীর জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

তমাহ সাতিকরুণং মহাকারুণিকং নৃপম্ ।
যাদোভ্যো জ্ঞাতিঘাতিভ্যো দীনাং মাং দীনবৎসল ।
কথং বিসৃজসে রাজন্ ভীতামস্মিন্ সরিজ্জলে ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁকে (সত্যব্রতকে); **আহ**—বলেছিলেন; **সা**—সেই ক্ষুদ্র মৎস্যটি; **অতি-করুণম্**—অত্যন্ত কৃপালু; **মহা-কারুণিকম্**—অত্যন্ত দয়ালু; **নৃপম্**—রাজা সত্যব্রতকে; **যাদোভ্যঃ**—জলচরদের দ্বারা; **জ্ঞাতি-ঘাতিভ্যঃ**—যারা সর্বদা ক্ষুদ্র মৎস্যদের হত্যা করতে উদ্যত; **দীনাম্**—অত্যন্ত দীন; **মাম্**—আমাকে; **দীন-বৎসল**—হে দীনজনের রক্ষাকর্তা; **কথম্**—কেন; **বিসৃজসে**—ত্যাগ করছেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভীতাম্**—অত্যন্ত ভীত; **অস্মিন্**—এই; **সরিৎ-জলে**—নদীর জলে।

অনুবাদ

তখন সেই মৎস্যটি অত্যন্ত দয়াশীল রাজা সত্যব্রতের কাছে কাতর স্বরে বলতে লাগলেন—হে দীনবৎসল রাজন্! কেন আপনি আমাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করছেন, যেখানে অন্য জলজন্তুরা আমাকে হত্যা করতে পারে? আমি তাদের ভয়ে অত্যন্ত ভীত।

তাৎপর্য

মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে—

অনন্তশক্তির্ভগবান্ মৎস্যরূপী জনার্দনঃ ।
ক্রীড়ার্থং যাচয়ামাস স্বয়ং সত্যব্রতং নৃপম্ ॥

"অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ভগবান লীলাচ্ছলে মৎস্যরূপ ধারণ করে, মহারাজ সত্যব্রতের কাছে নিরাপত্তার ভিক্ষা করেছিলেন।"

শ্লোক ১৫

তমাত্মনোঽনুগ্রহার্থং প্রীত্যা মৎস্যবপুর্ধরম্ ।
অজানন্ রক্ষণার্থায় শফর্যাঃ স মনো দধে ॥ ১৫ ॥

তম্—মৎস্যকে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অনুগ্রহ-অর্থম্**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **প্রীত্যা**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **মৎস্য-বপুর্ধরম্**—মৎস্য রূপধারী ভগবান; **অজানন্**—না জেনে; **রক্ষণ-অর্থায়**—রক্ষা করার জন্য; **শফর্যাঃ**—মৎস্যের; **সঃ**—সেই রাজা; **মনঃ**—মন; **দধে**—স্থির করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই মৎস্যটি যে স্বয়ং ভগবান সেই কথা না জেনেই, রাজা সত্যব্রত নিজেকে অনুগৃহীত করার জন্য মহা আনন্দে সেই মৎস্যটির রক্ষণে মনোনিবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

না জেনে ভগবানের সেবা করার এটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই প্রকার সেবাকে বলা হয় অজ্ঞাত সুকৃতি। সেই মৎস্যটি যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং তা না জেনে, রাজা সত্যব্রত তাঁর কৃপা প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে অজ্ঞাতসারে ভগবানের সেবা করার দ্বারা মানুষ ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে ভগবানের সেবা করা হলে তা কখনও ব্যর্থ হয় না।

শ্লোক ১৬

তস্যা দীনতরং বাক্যমাশ্রুত্য স মহীপতিঃ ।
কলশাম্ভু নিধায়ৈনাং দয়ালুর্নিন্য আশ্রমম্ ॥ ১৬ ॥

তস্যাঃ—সেই মৎস্যের; **দীনতরম্**—করুণ; **বাক্যম্**—বাণী; **আশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **সঃ**—সেই; **মহী-পতিঃ**—রাজা; **কলশ-অম্ভু**—কলসের জলে; **নিধায়**—রেখে; **এনাম্**—মৎস্য; **দয়ালুঃ**—কৃপালু; **নিন্যে**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **আশ্রমম্**—তাঁর আশ্রমে।

অনুবাদ

সেই দয়ালু রাজা সেই মৎস্যের সকাতর বাক্য শ্রবণ করে, তাঁকে একটি কলসের জলে রেখে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৭

সা তু তত্রৈকরাত্রেণ বর্ধমানা কমণ্ডলৌ ।
অলব্ধাত্মাবকাশং বা ইদমাহ মহীপতিম্ ॥ ১৭ ॥

সা—সেই মৎস্য; **তু**—কিন্তু; **তত্র**—সেখানে; **এক-রাত্রেণ**—এক রাত্রে; **বর্ধমানা**—বর্ধিত হয়ে; **কমণ্ডলৌ**—কমণ্ডলুতে; **অলব্ধা**—প্রাপ্ত না হয়ে; **আত্ম-অবকাশম্**—তাঁর শরীরের জন্য সুবিধাজনক স্থান; **বা**—অথবা; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **মহীপতিম্**—রাজাকে।

অনুবাদ

কিন্তু সেই মৎস্যটি এক রাত্রেই এত বর্ধিত হয়েছিলেন যে, সেই কমণ্ডলুতে তিনি আর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারছিলেন না। তিনি তখন রাজাকে এইভাবে বলেছিলেন।

শ্লোক ১৮

নাহং কমণ্ডলাবস্মিন্ কৃচ্ছ্রং বস্তুমিহোৎসহে ।
কল্পয়ৌকঃ সুবিপুলং যত্রাহং নিবসে সুখম্ ॥ ১৮ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **কমণ্ডলৌ**—কমণ্ডলুতে; **অস্মিন্**—এই; **কৃচ্ছ্রম্**—অতি কষ্টে; **বস্তুম্**—বাস করতে; **ইহ**—এখানে; **উৎসহে**—অভিলাষ করি; **কল্পয়**—একটু বিবেচনা করুন; **ওকঃ**—বাসস্থান; **সু-বিপুলম্**—অধিক বিস্তৃত; **যত্র**—যেখানে; **অহম্**—আমি; **নিবসে**—বাস করতে পারি; **সুখম্**—সুখে।

অনুবাদ

হে রাজন্! আমি এই কমণ্ডলুতে কষ্টের সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছা করি না, অতএব যেখানে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারব, সেই প্রকার একটি বৃহৎ জলাশয়ের অন্বেষণ করুন।

শ্লোক ১৯

স এনাং তত আদায় ন্যধাদৌদঞ্চনোদকে ।
তত্র ক্ষিপ্তা মুহূর্তেন হস্তত্রয়মবর্ধত ॥ ১৯ ॥

সঃ—সেই রাজা; **এনাম্**—মৎস্যকে; **ততঃ**—তারপর; **আদায়**—বার করে নিয়ে; **ন্যধাৎ**—স্থাপন করেছিলেন; **ঔদঞ্চন-উদকে**—একটি কূপের জলে; **তত্র**—সেখানে; **ক্ষিপ্তা**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **মুহূর্তেন**—মুহূর্তের মধ্যে; **হস্ত-ত্রয়ম্**—তিন হাত পরিমিত; **অবর্ধত**—তৎক্ষণাৎ বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

তখন রাজা সে মৎস্যটিকে কমণ্ডলু থেকে বার করে নিয়ে একটি বিশাল কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই মৎস্যটি তিন হস্ত পরিমাণ বর্ধিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২০

ন ম এতদলং রাজন্ সুখং বস্তুমুদঞ্চনম্ ।
পৃথু দেহি পদং মহ্যং যৎ ত্বাহং শরণং গতা ॥ ২০ ॥

ন—না; **মে**—আমাকে; **এতৎ**—এই; **অলম্**—উপযুক্ত; **রাজন্**—হে রাজন্; **সুখম্**—সুখে; **বস্তুম্**—বাস করতে; **উদঞ্চনম্**—জলাশয়; **পৃথু**—অতি বিশাল; **দেহি**—প্রদান করুন; **পদম্**—স্থান; **মহ্যম্**—আমাকে; **যৎ**—যা; **ত্বা**—আপনাকে; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়; **গতা**—গ্রহণ করেছেন।

অনুবাদ

মৎস্যটি তখন বলেছিলেন—হে রাজন্, এই জলাশয়টি আমার সুখে বাস করার উপযুক্ত নয়। দয়া করে আপনি আমাকে আরও বিস্তৃত একটি জলাশয় প্রদান করুন, কারণ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

শ্লোক ২১

তত আদায় সা রাজ্ঞা ক্ষিপ্তা রাজন্ সরোবরে ।
তদাবৃত্যাত্মনা সোঽয়ং মহামীনোঽন্ববর্ধত ॥ ২১ ॥

ততঃ—সেখান থেকে; **আদায়**—নিয়ে গিয়ে; **সা**—সেই মৎস্যটি; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **ক্ষিপ্তা**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্ (মহারাজ পরীক্ষিৎ); **সরোবরে**—একটি হ্রদে; **তৎ**—তা; **আবৃত্য**—আচ্ছাদিত করে; **আত্মনা**—দেহের দ্বারা; **সঃ**—

সেই মৎস্য; **অয়ম্**—এই; **মহামীনঃ**—বিশাল মৎস্য; **অন্ববর্ধত**—তৎক্ষণাৎ বর্ধিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা তখন সেই মৎস্যটিকে কূপ থেকে উত্তোলন করে একটি সরোবরে নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু মৎস্যটি তৎক্ষণাৎ সেই জলের সীমা অতিক্রম করে বর্ধিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২

নৈতন্মে স্বস্তয়ে রাজন্নুদকং সলিলৌকসঃ ।
নিধেহি রক্ষাযোগেন হ্রদে মামবিদাসিনি ॥ ২২ ॥

ন—না; **এতৎ**—এই; **মে**—আমাকে; **স্বস্তয়ে**—সুখদায়ক; **রাজন্**—হে রাজন্; **উদকম্**—জল; **সলিল-ওকসঃ**—কারণ আমি এক বিশাল জলচর; **নিধেহি**—স্থাপন করুন; **রক্ষা-যোগেন**—কোন উপায়ে; **হ্রদে**—সরোবরে; **মাম্**—আমাকে; **অবিদাসিনি**—অক্ষয়।

অনুবাদ

মৎস্যটি তখন বললেন—হে রাজন্! আমি এক বিশাল জলচর, তাই এই জলাশয় আমার জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। এখন দয়া করে আপনি আমাকে রক্ষা করার কোন উপায় উদ্ভাবন করুন। আপনি আমাকে কোন অক্ষয় সরোবরে স্থাপন করুন।

শ্লোক ২৩

ইত্যুক্তঃ সোঽনয়ন্মৎস্যং তত্র তত্রাবিদাসিনি ।
জলাশয়েঽসম্মিতং তং সমুদ্রে প্রাক্ষিপজ্ঝষম্ ॥ ২৩ ॥

ইতি উক্তঃ—এইভাবে অনুরোধ করলে; **সঃ**—রাজা; **অনয়ৎ**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **মৎস্যম্**—মৎস্যকে; **তত্র**—সেখানে; **তত্র**—সেখানে; **অবিদাসিনি**—যেখানে জলের ক্ষয় হয় না; **জলাশয়ে**—জলাশয়ে; **অসম্মিতম্**—অসীম; **তম্**—মৎস্যকে; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **প্রাক্ষিপৎ**—নিক্ষেপ করেছিলেন; **ঝষম্**—মহামৎস্য।

অনুবাদ

মৎস্যটি এইভাবে অনুরোধ করলে, রাজা সত্যব্রত তখন তাঁকে সব চাইতে বড় জলাশয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই স্থানও তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায়, রাজা তখন সেই মহামৎস্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

ক্ষিপ্যমাণস্তমাহেদমিহ মাং মকরাদয়ঃ ।
অদন্ত্যতিবলা বীর মাং নেহোৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৪ ॥

ক্ষিপ্যমাণঃ—সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে; **তম্**—রাজাকে; **আহ**—মৎস্যটি বলেছিলেন; **ইদম্**—এই; **ইহ**—এই স্থানে; **মাম্**—আমাকে; **মকর-আদয়ঃ**—মকর আদি ভয়ঙ্কর জলজন্তু; **অদন্তি**—ভক্ষণ করবে; **অতি-বলাঃ**—অতি বলবান; **বীর**—হে বীর রাজা; **মাম্**—আমাকে; **ন**—না; **ইহ**—এই জলে; **উৎস্রষ্টুম্**—নিক্ষেপ করতে; **অর্হসি**—আপনার উচিত।

অনুবাদ

সমুদ্রে নিক্ষেপকালে সেই মৎস্য রাজা সত্যব্রতকে বলেছিলেন—হে বীর, এই জলে অত্যন্ত বলবান মকর আদি জলজন্তুরা আমাকে ভক্ষণ করবে, অতএব আমাকে এই স্থানে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

এবং বিমোহিতস্তেন বদতা বল্গুভারতীম্ ।
তমাহ কো ভবানস্মান্ মৎস্যরূপেণ মোহয়ন্ ॥ ২৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত; **তেন**—মৎস্যের দ্বারা; **বদতা**—উক্ত হলে; **বল্গু-ভারতীম্**—সুমধুর বাক্য; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **কঃ**—কে; **ভবান্**—আপনি; **অস্মান্**—আমাদের; **মৎস্য-রূপেণ**—মৎস্যরূপে; **মোহয়ন্**—বিমোহিত করছেন।

অনুবাদ

মৎস্যরূপী ভগবানের এই প্রকার মধুর বাক্য শ্রবণ করে বিমোহিত রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি কে? আপনি কেবল আমাদের মোহিত করছেন।

শ্লোক ২৬

নৈবংবীর্যো জলচরো দৃষ্টোঽস্মাভিঃ শ্রুতোঽপি বা ।
যো ভবান্ যোজনশতমহ্নাভিব্যানশে সরঃ ॥ ২৬ ॥

ন—না; **এবম্**—এইভাবে; **বীর্যঃ**—শক্তিশালী; **জলচরঃ**—জলচর; **দৃষ্টঃ**—দেখা গেছে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **শ্রুতঃ অপি**—শ্রবণও করিনি; **বা**—অথবা; **যঃ**—যিনি; **ভবান্**—আপনি; **যোজন-শতম্**—শত যোজন পরিমিত; **অহ্না**—এক দিনে; **অভিব্যানশে**—বিস্তার করে; **সরঃ**—সরোবর।

অনুবাদ

হে ভগবান, একদিনেই আপনি শত যোজন পরিমিত বিস্তৃত হয়ে নদী এবং সমুদ্রের জল আচ্ছাদিত করেছেন। পূর্বে আমি কখনও এই প্রকার জলচরকে দেখিনি অথবা শ্রবণও করিনি।

শ্লোক ২৭

নূনং ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদ্ধরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং ধৎসে রূপং জলৌকসাম্ ॥ ২৭ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **ত্বম্**—আপনি; **ভগবান্**—ভগবান; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **অনুগ্রহায়**—কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ধৎসে**—আপনি ধারণ করেছেন; **রূপম্**—রূপ; **জল-ওকসাম্**—একটি জলচরের মতো।

অনুবাদ

আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান অব্যয় নারায়ণ শ্রীহরি। সমস্ত জীবের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করার জন্য আপনি এখন জলচর রূপ ধারণ করেছেন।

শ্লোক ২৮

নমস্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়েশ্বর ।
ভক্তানাং নঃ প্রপন্নানাং মুখ্যো হ্যাত্মগতির্বিভো ॥ ২৮ ॥

নমঃ—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **তে**—আপনাকে; **পুরুষ-শ্রেষ্ঠ**—সমস্ত জীবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত ভোক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **স্থিতি**—পালন; **উৎপত্তি**—সৃষ্টি; **অপ্যয়**—এবং বিনাশের; **ঈশ্বর**—পরমেশ্বর; **ভক্তানাম্**—আপনার ভক্তদের; **নঃ**—আমাদের মতো; **প্রপন্নানাম্**—শরণাগতদের; **মুখ্যঃ**—নায়ক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **আত্ম-গতিঃ**—পরম গতি; **বিভো**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

হে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের ঈশ্বর! হে পুরুষোত্তম! হে বিষ্ণু! আপনি আমাদের মতো ভক্তদের একমাত্র নায়ক এবং গতি। তাই আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৯

সর্বে লীলাবতারাস্তে ভূতানাং ভূতিহেতবঃ ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যদো রূপং যদর্থং ভবতা ধৃতম্ ॥ ২৯ ॥

সর্বে—সমস্ত; **লীলা**—লীলা; **অবতারাঃ**—অবতারগণ; **তে**—আপনার; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবদের; **ভূতি**—সমৃদ্ধির; **হেতবঃ**—কারণ; **জ্ঞাতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামি**—আমি ইচ্ছা করি; **অদঃ**—এই; **রূপম্**—রূপ; **যৎ-অর্থম্**—কি উদ্দেশ্যে; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **ধৃতম্**—ধারণ করেছেন।

অনুবাদ

আপনার সমস্ত লীলা এবং অবতারগণ সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হয়। তাই হে ভগবান, কি উদ্দেশ্যে আপনি এই মৎস্যরূপ ধারণ করেছেন, তা আমি জানতে চাই।

শ্লোক ৩০

ন তেঽরবিন্দাক্ষ পদোপসর্পণং
মৃষা ভবেৎ সর্বসুহৃৎপ্রিয়াত্মনঃ ।
যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতা-
মদীদৃশো যদ্ বপুরদ্ভুতং হি নঃ ॥ ৩০ ॥

ন—কখনই না; **তে**—আপনার; **অরবিন্দ-অক্ষ**—হে পদ্ম-পলাশলোচন প্রভু; **পদ-উপসর্পণম্**—শ্রীপাদপদ্মের পূজা; **মৃষা**—অনর্থক; **ভবেৎ**—হতে পারে; **সর্ব-সুহৃৎ**—সকলের বন্ধু; **প্রিয়**—সকলের প্রিয়; **আত্মনঃ**—সকলের পরমাত্মা; **যথা**—যেমন; **ইতরেষাম্**—অন্যদের (দেবতাদের); **পৃথক্-আত্মনাম্**—আত্মা থেকে ভিন্ন জড় দেহধারী জীব; **সতাম্**—যাঁরা চিন্ময় স্তরে স্থিত তাঁদের; **অদীদৃশঃ**—আপনি প্রকট করেছেন; **যৎ**—যা; **বপুঃ**—শরীর; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

হে পদ্ম-পলাশলোচন প্রভু! দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন দেবতাদের আরাধনা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু যেহেতু আপনি সকলের পরম সুহৃদ, পরম প্রিয় এবং পরমাত্মা, তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা কখনও ব্যর্থ হয় না। সেই জন্য আপনি এই বিচিত্র মৎস্য রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি দেবতারা ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীব। ভগবান জীবের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তার করেন (*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*)। তাঁর সবিশেষ বিষ্ণুতত্ত্ব রূপ, যা সর্বতোভাবে চিন্ময়, তাঁদের বলা হয় স্বাংশ, এবং জীবদের বলা হয় বিভিন্নাংশ। কোন কোন বিভিন্নাংশ রূপ চিন্ময়, এবং কোন কোন বিভিন্নাংশ রূপ জড় পদার্থ ও আত্মার সমন্বয়। জড় জগতে বদ্ধ জীবাত্মা মায়াসৃষ্ট জড় দেহ থেকে ভিন্ন। এইভাবে স্বর্গলোকের দেবতা এবং নিম্নলোকবাসী জীবদের প্রকৃতি একই রকম। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই লোকের মানুষেরা কখনও কখনও স্বর্গলোকের দেবতাদের পূজার প্রতি আসক্ত হয়। এই প্রকার পূজা অনিত্য। এই গ্রহলোকের মানুষদের যেমন দেহের পরিবর্তন হয় (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*), তেমনই ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতাদেরও যথাসময়ে দেহের পরিবর্তন হবে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্*—"অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা দেবতাদের পূজা করে, এবং তার ফল সীমিত ও অনিত্য।" *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—যারা দেবতাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা কিছু জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেবতাদের পূজা করে, কিন্তু এই প্রকার পূজার ফল কখনই নিত্য নয়। তাই এখানে বলা হয়েছে, *যথেতরেষাং পৃথগাত্মনাং সতাম্, পদোপসর্পণং মৃষা ভবেৎ*। অর্থাৎ, যদি কাউকে পূজাই করতে হয়, তা হলে ভগবানেরই পূজা করা কর্তব্য। তখন তার পূজা

কখনই ব্যর্থ হবে না। *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*—ভগবানের পূজা করার স্বল্প প্রয়াসও চিরস্থায়ী সম্পদ। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরেঃ*। ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করাই কর্তব্য, তা যদি বিশেষ শরীরের যে ধর্ম তা ত্যাগ করেও করতে হয়, তা হলেও তা করা উচিত। দেহের পরিপ্রেক্ষিতে যে পূজা তা অনিত্য, তার ফল কখনও চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু ভগবানের আরাধনার ফলে অন্তহীন লাভ হয়।

শ্লোক ৩১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি ব্রুবাণং নৃপতিং জগৎপতিঃ
সত্যব্রতং মৎস্যবপুর্যুগক্ষয়ে ।
বিহর্তুকামঃ প্রলয়ার্ণবেঽব্রবী-
চ্চিকীর্ষুরেকান্তজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **ব্রুবাণম্**—সেই কথা বলে; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **জগৎ-পতিঃ**—সমগ্র জগতের ঈশ্বর; **সত্যব্রতম্**—সত্যব্রতকে; **মৎস্য-বপুঃ**—মৎস্য রূপধারী ভগবান; **যুগ-ক্ষয়ে**—যুগান্তে; **বিহর্তু-কামঃ**—তাঁর লীলা উপভোগ করার জন্য; **প্রলয়-অর্ণবে**—প্রলয়ের জলে; **অব্রবীৎ**—বলেছিলেন; **চিকীর্ষুঃ**—করতে ইচ্ছুক; **একান্ত-জনপ্রিয়ঃ**—ভক্তদের পরম প্রিয়; **প্রিয়ম্**—অত্যন্ত লাভজনক।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা সত্যব্রত যখন এই কথা বললেন, তখন ভক্তদের মঙ্গল বিধানের জন্য এবং প্রলয়বারিতে লীলা উপভোগ করার জন্য যুগাবসানে মীন রূপধারী ভগবান এইভাবে উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

সপ্তমে হ্যদ্যতনাদূর্ধ্বমহন্যেতদরিন্দম ।
নিমঙ্ক্ষ্যত্যপ্যয়াম্ভোধৌ ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **সপ্তমে**—সপ্তম; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অদ্যতনাৎ**—আজ থেকে; **ঊর্ধ্বম্**—পরবর্তী; **অহনি**—দিবসে; **এতৎ**—এই সৃষ্টি; **অরিন্দম**—হে শত্রু দমনকারী রাজা; **নিমঙ্ক্ষ্যতি**—প্লাবিত হবে; **অপ্যয়-অম্ভোধৌ**—প্রলয় সমুদ্রে; **ত্রৈলোক্যম্**—ত্রিভুবন; **ভূঃ-ভুব-আদিকম্**—ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে শত্রু দমনকারী রাজন্! আজ থেকে সপ্তম দিবসে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ—এই ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্রে নিমগ্ন হবে।

শ্লোক ৩৩

ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সংবর্তাম্ভসি বৈ তদা ।
উপস্থাস্যতি নৌঃ কাচিদ্ বিশালা ত্বাং ময়েরিতা ॥ ৩৩ ॥

ত্রি-লোক্যাম্—ত্রিভুবন; **লীয়মানায়াম্**—নিমগ্ন হলে; **সংবর্ত-অম্ভসি**—প্রলয় জলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তদা**—তখন; **উপস্থাস্যতি**—উপস্থিত হবে; **নৌঃ**—নৌকা; **কাচিৎ**—একটি; **বিশালা**—অতি বিশাল; **ত্বাম্**—তোমার কাছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ঈরিতা**—প্রেরিত।

অনুবাদ

ত্রিভুবন যখন সেই প্রলয় জলে নিমগ্ন হবে, তখন আমার প্রেরিত একটি বিশাল নৌকা তোমার কাছে উপস্থিত হবে।

শ্লোক ৩৪-৩৫

ত্বং তাবদোষধীঃ সর্বা বীজান্যুচ্চাবচানি চ ।
সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্বসত্ত্বোপবৃংহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
আরুহ্য বৃহতীং নাবং বিচরিষ্যস্যবিক্লবঃ ।
একার্ণবে নিরালোকে ঋষীণামেব বর্চসা ॥ ৩৫ ॥

ত্বম্—তুমি; **তাবৎ**—সেই সময় পর্যন্ত; **ওষধীঃ**—ওষধি; **সর্বাঃ**—সর্বপ্রকার; **বীজানি**—বীজ; **উচ্চ-অবচানি**—উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট; **চ**—এবং; **সপ্ত-ঋষিভিঃ**—সপ্তর্ষিদের দ্বারা; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **সর্বসত্ত্ব**—সর্বপ্রকার প্রাণী; **উপবৃংহিতঃ**—

পরিবেষ্টিত; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **বৃহতীম্**—অতি বৃহৎ; **নাবম্**—নৌকা; **বিচরিষ্যসি**—বিচরণ করবে; **অবিক্লবঃ**—বিষণ্ণতা রহিত; **এক-অর্ণবে**—প্রলয় সমুদ্রে; **নিরালোকে**—আলোক রহিত; **ঋষীণাম্**—ঋষিদের; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বর্চসা**—জ্যোতির প্রভাবে।

অনুবাদ

তারপর হে রাজন্, তুমি সমস্ত ওষধি এবং বিবিধ বীজরাশি সেই বিশাল নৌকায় সংগ্রহ করবে। তারপর সপ্তর্ষিগণ এবং সর্বপ্রকার জন্তু পরিবেষ্টিত হয়ে, তুমি সেই নৌকায় আরোহণ করে অকাতরে এবং অনায়াসে মহর্ষিদের তেজের প্রভাবে আলোকিত প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করবে।

শ্লোক ৩৬

দোধূয়মানাং তাং নাবং সমীরেণ বলীয়সা ।
উপস্থিতস্য মে শৃঙ্গে নিবধ্নীহি মহাহিনা ॥ ৩৬ ॥

দোধূয়মানাম্—আন্দোলিত হয়ে; **তাম্**—তা; **নাবম্**—নৌকা; **সমীরেণ**—বায়ুর দ্বারা; **বলীয়সা**—অত্যন্ত প্রবল; **উপস্থিতস্য**—নিকটে অবস্থিত; **মে**—আমার; **শৃঙ্গে**—শৃঙ্গে; **নিবধ্নীহি**—বন্ধন করবে; **মহা-অহিনা**—মহাসর্প বাসুকির দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর প্রবল বায়ুবেগে সেই নৌকা যখন আন্দোলিত হবে, তখন তাকে বাসুকি সর্পের দ্বারা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করবে, কারণ আমি তখন তোমার পাশেই উপস্থিত থাকব।

শ্লোক ৩৭

অহং ত্বামৃষিভিঃ সার্ধং সহনাবমুদন্বতি ।
বিকর্ষন্ বিচরিষ্যামি যাবদ্ ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ॥ ৩৭ ॥

অহম্—আমি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ঋষিভিঃ**—সমস্ত ঋষিগণ সহ; **সার্ধম্**—সকলে একত্রে; **সহ**—সঙ্গে; **নাবম্**—নৌকা; **উদন্বতি**—প্রলয় সমুদ্রে; **বিকর্ষন্**—আকর্ষণ করে; **বিচরিষ্যামি**—আমি বিচরণ করব; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **ব্রাহ্মী**—ব্রহ্মার; **নিশা**—রাত্রি; **প্রভো**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্! তুমি এবং ঋষিগণ সহ সেই নৌকাকে আকর্ষণ করে ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন রাত্রি পর্যন্ত আমি প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করব।

তাৎপর্য

এই প্রলয় ব্রহ্মার রাত্রে নয়, দিনের বেলা হয়েছিল। কারণ এই ঘটনাটি ঘটেছিল চাক্ষুষ মন্বন্তরে। ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান, তখন ব্রহ্মার রাত্রি হয়। কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন চাক্ষুষ মনু। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে ব্রহ্মা দিনের বেলায় ক্ষণকালের জন্য নিদ্রা অনুভব করেছিলেন। এই স্বল্পকাল ব্রহ্মার রাত্রি বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই কথা শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *লঘুভাগবতামৃতে* বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর সেই বিচারের সারাংশ এই প্রকার—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য মুনি স্বায়ম্ভুব মনুকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে প্রলয় হয়। সেই প্রলয়ের উল্লেখ *মৎস্যপুরাণে* করা হয়েছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছায় আকস্মিক প্রলয় হয়। সেই কথা *বিষ্ণুধর্মোত্তরে* মার্কণ্ডেয় ঋষি উল্লেখ করেছেন। মন্বন্তরের অবসানে সব সময় প্রলয় হয় না, কিন্তু চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভগবান তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা সত্যব্রতকে প্রলয়ের প্রভাব প্রদর্শন করাতে চেয়েছিলেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীও এই মন্তব্যের সমর্থন করেছেন। *লঘুভাগবতামৃতে* বলা হয়েছে—

মধ্যে মন্বন্তরস্যৈব মুনেঃ শাপান্মনুং প্রতি ।
প্রলয়োঽসৌ বভূবেতি পুরাণে ক্বচিদীর্যতে ॥
অয়মাকস্মিকো জাতশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ ।
প্রলয়ঃ পদ্মনাভস্য লীলয়েতি চ কুত্রচিৎ ॥
সর্বমন্বন্তরস্যান্তে প্রলয়ো নিশ্চিতং ভবেৎ ।
বিষ্ণুধর্মোত্তরে ত্বেতৎ মার্কণ্ডেয়েণ ভাষিতম্ ॥
মনোরন্তে লয়ো নাস্তি মনবেঽদর্শি মায়য়া ।
বিষ্ণুনেতি ব্রুবাণৈস্তু স্বামিভির্নৈষ মন্যতে ॥

শ্লোক ৩৮

মদীয়ং মহিমানং চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥ ৩৮ ॥

মদীয়ম্—আমার; **মহিমানম্**—মহিমা; **চ**—এবং; **পরম্ ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **ইতি**—এই প্রকার; **শব্দিতম্**—বিখ্যাত; **বেৎস্যসি**—তুমি বুঝতে পারবে; **অনুগৃহীতম্**—কৃপা প্রাপ্ত হয়ে; **মে**—আমার দ্বারা; **সংপ্রশ্নৈঃ**—প্রশ্নের দ্বারা; **বিবৃতম্**—বিশেষভাবে প্রকাশিত; **হৃদি**—হৃদয়ে;

অনুবাদ

তখন তুমি আমার দ্বারা উপদিষ্ট এবং অনুগৃহীত হবে। পরমব্রহ্ম নামক আমার মহিমা সম্বন্ধে তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হবে। এইভাবে তুমি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারবে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"ভগবান পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, এবং তাঁর থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। তাঁর প্রতি শরণাগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন। *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।* জীবের শরণাগতির মাত্রা অনুসারে ভগবান নিজেকে প্রকাশিত করেন। পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির ভগবৎ-উপলব্ধি আংশিকভাবে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তির ভগবৎ-উপলব্ধি থেকে ভিন্ন। প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সকলেই ভগবানের শরণাগত। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা প্রকৃতির নিয়মের শরণাগত হয়, কিন্তু কেউ যখন সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তখন জড়া প্রকৃতি আর তাঁর উপর কার্য করে না। এই প্রকার পূর্ণ শরণাগত আত্মা সরাসরিভাবে ভগবানের দ্বারা অনুগৃহীত হন। *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।* যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত তাকে প্রকৃতির গুণের ভয়ে ভীত হতে হয় না, কারণ সবই ভগবানের মহিমার প্রকাশ (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*), এবং এই মহিমা ক্রমশ প্রকাশিত হয় ও উপলব্ধি করা যায়। ভগবান পরম পবিত্র (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। মানুষ যতই পবিত্র হন, ততই তিনি ভগবানকে জানতে চান, এবং ভগবানও ততই তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানের পূর্ণ জ্ঞান শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১১) ভগবান বলেছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

"তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।"

শ্লোক ৩৯

ইত্থমাদিশ্য রাজানং হরিরন্তরধীয়ত ।
সোঽন্ববৈক্ষত তং কালং যং হৃষীকেশ আদিশৎ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থম্—পূর্বের উক্তি অনুসারে; **আদিশ্য**—আদেশ দিয়ে; **রাজানম্**—রাজা সত্যব্রতকে; **হরিঃ**—ভগবান; **অন্তরধীয়ত**—সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি (রাজা); **অন্ববৈক্ষত**—অপেক্ষা করতে লাগলেন; **তম্ কালম্**—সেই সময়; **যম্**—যা; **হৃষীক-ঈশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; **আদিশৎ**—আদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে রাজাকে আদেশ দিয়ে ভগবান তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তখন রাজা সত্যব্রত ভগবানের আদিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪০

আস্তীর্য দর্ভান্ প্রাক্কূলান্ রাজর্ষিঃ প্রাগুদঙ্মুখঃ ।
নিষসাদ হরেঃ পাদৌ চিন্তয়ন্ মৎস্যরূপিণঃ ॥ ৪০ ॥

আস্তীর্য—বিস্তার করে; **দর্ভান্**—কুশঘাস; **প্রাক্কূলান্**—পূর্বমুখী; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি সত্যব্রত; **প্রাক্-উদক্-মুখঃ**—উত্তর-পূর্ব (ঈশান) কোণ অভিমুখী হয়ে; **নিষসাদ**—উপবেশন করেছিলেন; **হরেঃ**—ভগবানের; **পাদৌ**—শ্রীপাদপদ্মের; **চিন্তয়ন্**—ধ্যান করে; **মৎস্য-রূপিণঃ**—যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

রাজর্ষি তখন পূর্বমুখী কুশ বিস্তার করে ঈশান কোণ অভিমুখী হয়ে মৎস্যরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪১

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্বতঃ প্লাবয়ন্ মহীম্ ।
বর্ধমানো মহামেঘৈর্বর্ষদ্ভিঃ সমদৃশ্যত ॥ ৪১ ॥

ততঃ—তারপর; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **উদ্বেলঃ**—উদ্বেলিত হয়ে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **প্লাবয়ন্**—প্লাবিত করেছিল; **মহিম্**—পৃথিবীকে; **বর্ধমানঃ**—বর্ধিত হতে হতে; **মহা-মেঘৈঃ**—বিশাল মেঘের দ্বারা; **বর্ষদ্ভিঃ**—নিরন্তর বারি বর্ষণ করে; **সমদৃশ্যত**—রাজা সত্যব্রত দেখলেন।

অনুবাদ

তারপর, মহা মেঘের নিরন্তর বারি বর্ষণে সমুদ্র বর্ধিত হতে হতে তীরভূমি লঙ্ঘন করে সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করতে লাগল।

শ্লোক ৪২

ধ্যায়ন্ ভগবদাদেশং দদৃশে নাবমাগতাম্ ।
তামারুরোহ বিপ্রেন্দ্রৈরাদায়ৌষধিবীরুধঃ ॥ ৪২ ॥

ধ্যায়ন্—স্মরণ করে; **ভগবৎ-আদেশম্**—ভগবানের আদেশ; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **নাবম্**—একটি নৌকা; **আগতাম্**—নিকটে এসে; **তাম্**—নৌকার উপর; **আরুরোহ**—আরোহণ করেছিলেন; **বিপ্র-ইন্দ্রৈঃ**—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সহ; **আদায়**—সঙ্গে নিয়ে; **ঔষধি**—ওষধি; **বীরুধঃ**—এবং লতা।

অনুবাদ

সত্যব্রত যখন ভগবানের আদেশ স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, একটি নৌকা তাঁর নিকটে আসছে। তখন তিনি সমস্ত ওষধি এবং লতা সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সহ সেই নৌকায় আরোহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তমূচুর্মুনয়ঃ প্রীতা রাজন্ ধ্যায়স্ব কেশবম্ ।
স বৈ নঃ সঙ্কটাদস্মাদবিতা শং বিধাস্যতি ॥ ৪৩ ॥

তম্—রাজাকে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **মুনয়ঃ**—ঋষিগণ; **প্রীতাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **ধ্যায়স্ব**—ধ্যান করুন; **কেশবম্**—কেশবের; **সঃ**—তিনি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নঃ**—আমাদের; **সঙ্কটাৎ**—মহা বিপদ থেকে; **অস্মাৎ**—এখন যেমন দেখা যাচ্ছে; **অবিতা**—রক্ষা করবেন; **শম্**—মঙ্গল; **বিধাস্যতি**—তিনি বিধান করবেন।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণ ঋষিগণ রাজার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—হে রাজন্, দয়া করে ভগবান কেশবের ধ্যান করুন। তিনি আমাদের এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবেন এবং আমাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

শ্লোক ৪৪

সোঽনুধ্যাতস্ততো রাজ্ঞা প্রাদুরাসীন্মহার্ণবে ।
একশৃঙ্গধরো মৎস্যো হৈমো নিযুতযোজনঃ ॥ ৪৪ ॥

সঃ—ভগবান; **অনুধ্যাতঃ**—ধ্যান করা হলে; **ততঃ**—তারপর (ব্রহ্মর্ষিদের বাক্য শ্রবণ করে); **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **প্রাদুরাসীৎ**—(তাঁর সম্মুখে) আবির্ভূত হয়েছিলেন; **মহা-অর্ণবে**—মহা প্রলয় সমুদ্রে; **এক-শৃঙ্গ-ধরঃ**—এক শৃঙ্গধারী; **মৎস্যঃ**—একটি বিশাল মৎস্য; **হৈমঃ**—স্বর্ণ নির্মিত; **নিযুত-যোজনঃ**—আশি লক্ষ মাইল দীর্ঘ।

অনুবাদ

তখন রাজা নিরন্তর ভগবানের ধ্যান করতে থাকলে, সেই প্রলয় সমুদ্রে একটি বিশাল নিযুত যোজন পরিমিত একশৃঙ্গধারী স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৫

নিবধ্য নাবং তচ্ছৃঙ্গে যথোক্তো হরিণা পুরা ।
বরত্রেণাহিনা তুষ্টস্তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥

নিবধ্য—নিবদ্ধ করে; **নাবম্**—নৌকা; **তৎ-শৃঙ্গে**—সেই বিশাল মৎস্যের শৃঙ্গে; **যথা-উক্তঃ**—উপদেশ অনুসারে; **হরিণা**—ভগবানের; **পুরা**—পূর্বে; **বরত্রেণ**—রজ্জুরূপে ব্যবহার করে; **অহিনা**—(বাসুকি নামক) মহা সর্পের দ্বারা; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **তুষ্টাব**—তিনি প্রসন্ন করেছিলেন; **মধুসূদনম্**—মধুহন্তা ভগবানকে।

অনুবাদ

ভগবানের পূর্ব প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে, রাজা সেই মৎস্যের শৃঙ্গে রজ্জুরূপ বাসুকি সর্পের দ্বারা নৌকা নিবদ্ধ করে, প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের স্তব করতে লাগলেন।

শ্লোক ৪৬

শ্রীরাজোবাচ

অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদ-
স্তন্মূলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ ।
যদৃচ্ছয়োপসৃতা যমাপ্নুয়ু-
র্বিমুক্তিদো নঃ পরমো গুরুর্ভবান্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা এইভাবে ভগবানের প্রার্থনা করেছিলেন; **অনাদি**—অনাদি কাল থেকে; **অবিদ্যা**—অজ্ঞান দ্বারা; **উপহত**—বিনষ্ট হয়েছে; **আত্ম-সংবিদঃ**—আত্মজ্ঞান; **তৎ**—তা; **মূল**—মূল; **সংসার**—জড় বন্ধন; **পরিশ্রম**—দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা এবং কঠোর শ্রম; **আতুরাঃ**—দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট; **যদৃচ্ছয়া**—পরম ইচ্ছার প্রভাবে; **উপসৃতাঃ**—আচার্যের দ্বারা অনুগৃহীত হয়ে; **যম্**—ভগবান; **আপ্নুয়ুঃ**—প্রাপ্ত হতে পারে; **বিমুক্তিদঃ**—মুক্তির পন্থা; **নঃ**—আমাদের; **পরমঃ**—পরম; **গুরুঃ**—গুরু; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

রাজা বললেন—যাঁরা অনাদি কাল থেকে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়েছে এবং অবিদ্যার ফলে এই জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশাময় বদ্ধ জীবনে আবদ্ধ হয়েছে, তাঁরা ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। আমি সেই ভগবানকে পরম গুরুরূপে বরণ করি।

তাৎপর্য

ভগবান হচ্ছেন পরম গুরু। ভগবান বদ্ধ জীবের দুঃখ-দুর্দশা সম্পূর্ণরূপে অবগত, এবং তাই তিনি এই জড় জগতে কখনও কখনও স্বয়ং আবির্ভূত হন, কখনও কখনও অবতাররূপে আবির্ভূত হন এবং কখনও কখনও কোন জীবকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা প্রদান করে তাঁর মাধ্যমে কার্য করেন। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনিই হচ্ছেন আদি গুরু, যিনি জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবদের জ্ঞানের

আলোক প্রদান করেন। ভগবান সর্বদাই বদ্ধ জীবদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তাই তাঁকে এখানে *পরমো গুরুর্ভবান্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। ভগবানের যে প্রতিনিধি কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, তিনিও ভগবানের ইচ্ছা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হন। এই প্রকার ব্যক্তিকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তিনি পরম গুরু ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাই তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে অবহেলা করা উচিত নয়। তাই বলা হয়েছে, *আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*—ভগবানের হয়ে কার্য করেন যে আচার্য, তাঁকে স্বয়ং ভগবানেরই মতো মনে করতে হয়।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন, ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করেন যে গুরুদেব তাঁকে ভগবানেরই মতো পূজা করা কর্তব্য, কারণ তিনি জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবানের বাণী প্রচার করেন বলে ভগবানের প্রিয়তম সেবক।

শ্লোক ৪৭

জনোঽবুধোঽয়ং নিজকর্মবন্ধনঃ
সুখেচ্ছয়া কর্ম সমীহতেঽসুখম্ ।
যৎসেবয়া তাং বিধুনোত্যসন্মতিং
গ্রন্থিং স ভিন্দ্যাদ্হৃদয়ং স নো গুরুঃ ॥ ৪৭ ॥

জনঃ—জন্ম-মৃত্যুর অধীন বদ্ধ জীব; **অবুধঃ**—দেহকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে যারা সব চাইতে মূর্খ; **অয়ম্**—সে; **নিজ-কর্ম-বন্ধনঃ**—তার পাপকর্মের ফলে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করে; **সুখ-ইচ্ছয়া**—এই জড় জগতে সুখী হওয়ার বাসনায়; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **সমীহতে**—পরিকল্পনা করে; **অসুখম্**—কেবল দুঃখ-দুর্দশার জন্য; **যৎ-সেবয়া**—যাঁকে সেবা করার ফলে; **তাম্**—কর্মবন্ধন; **বিধুনোতি**—নির্মল করে; **অসৎ-মতিম্**—(দেহকে আত্মা বলে মনে করার ফলে) কলুষিত মনোবৃত্তি; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **সঃ**—ভগবান; **ভিন্দ্যাৎ**—ছিন্ন হয়ে; **হৃদয়ম্**—হৃদয়ে; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **নঃ**—আমাদের; **গুরুঃ**—পরম গুরু।

অনুবাদ

এই জড় জগতে সুখী হওয়ার বাসনায় মূর্খ বদ্ধ জীবেরা কর্ম করে, যার ফলে তাদের কেবল দুঃখই ভোগ হয়। কিন্তু ভগবানের সেবা করার ফলে সুখভোগের ভ্রান্ত অভিলাষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। আমার গুরুদেব আমার সেই অসৎ মতিরূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করুন।

তাৎপর্য

জড় সুখের জন্য বদ্ধ জীব নানা রকম সকাম কর্মে লিপ্ত হয়, যার ফলে সে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। বদ্ধ জীব যেহেতু সেই কথা জানে না, তাই বলা হয় যে, সে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। সুখভোগের ভ্রান্ত আশায় বদ্ধ জীব জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বিভিন্ন পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়। এখানে মহারাজ সত্যব্রত প্রার্থনা করেছেন যে, ভগবান যেন তাঁর পরম গুরুদেবরূপে মিথ্যা সুখভোগের বাসনারূপ হৃদয় গ্রন্থিটি ছিন্ন করেন।

শ্লোক ৪৮

যৎসেবয়াগ্নেরিব রুদ্ররোদনং
পুমান্ বিজহ্যান্মলমাত্মনস্তমঃ ॥
ভজেত বর্ণং নিজমেষ সোঽব্যয়ো
ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ ॥ ৪৮ ॥

যৎ-সেবয়া—যাঁর (ভগবানের) সেবার দ্বারা; **অগ্নেঃ**—অগ্নির স্পর্শে; **ইব**—যেমন; **রুদ্র-রোদনম্**—সোনা অথবা রূপা নির্মল হয়; **পুমান্**—ব্যক্তি; **বিজহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারে; **মলম্**—সংসারের সমস্ত মল; **আত্মনঃ**—নিজের; **তমঃ**—তমোগুণ, যার দ্বারা মানুষ পাপ এবং পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করে; **ভজেত**—পুনঃপ্রাপ্ত হতে পারেন; **বর্ণম্**—তাঁর প্রকৃত পরিচয়; **নিজম্**—নিজের; **এষঃ**—এই প্রকার; **সঃ**—তিনি; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **ভূয়াৎ**—তিনি হোন; **সঃ**—তিনি; **ঈশঃ**—ভগবান; **পরমঃ**—পরম; **গুরোঃ গুরুঃ**—সমস্ত গুরুর গুরু।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তাঁর কর্তব্য ভগবানের সেবা করা এবং তমোগুণের কলুষ পরিত্যাগ করা, যে গুণের প্রভাবে পাপ এবং পুণ্যকর্ম

অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য যেমন অগ্নির সংস্পর্শে সমস্ত মল থেকে মুক্ত হয়, জীবও তেমনই ভগবানের সেবার প্রভাবে নির্মল হয়ে তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অব্যয় ভগবান আমাদের গুরু হোন, কারণ তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুরুর গুরু।

তাৎপর্য

নিজের সত্তাকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে তপস্যা করার জন্যই মনুষ্য-জীবন। *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ।* জড়া প্রকৃতির কলুষের ফলে জীব সংসার-চক্রে আবর্তিত হয় (*কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু*)। তাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া, যার ফলে সে সংসার-চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করে তার চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হতে পারে। কলুষ মুক্ত হওয়ার এই বিধিটি হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। আত্ম-উপলব্ধির বহু পন্থা রয়েছে, যেমন কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ কিন্তু তার কোনটিই ভগবদ্ভক্তির তুল্য নয়। সোনা এবং রূপাকে যেমন ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় না, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ার ফলেই কেবল তা মল মুক্ত হয়, তেমনই জীবও ভগবদ্ভক্তি (*যৎসেবয়া*) অনুষ্ঠানের দ্বারা তার স্বরূপে পুনর্জাগরিত হতে পারে—কর্ম, জ্ঞান অথবা যোগের দ্বারা নয়। মনোধর্মী জ্ঞান অথবা যোগ অনুশীলনের ফলে কোন কাজ হয় না।

বর্ণম্ শব্দটি প্রকৃত স্বরূপের কান্তিকে বোঝায়। স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। তেমনই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের অংশ জীবের কান্তি আনন্দের দ্যুতি সমন্বিত। *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।* প্রতিটি জীবেরই আনন্দময় হওয়ার অধিকার রয়েছে, কারণ সে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ। তা হলে জীব কেন জড়া প্রকৃতির কলুষের প্রভাবে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে? জীবের কর্তব্য পবিত্র হয়ে তার স্বরূপ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া। তা সে কেবল ভগবানের সেবার প্রভাবেই লাভ করতে পারে। তাই, মানুষের কর্তব্য ভগবানের উপদেশ গ্রহণ করা, যাঁকে এখানে *গুরোর্গুরুঃ* অর্থাৎ সমস্ত গুরুদের গুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমাদের যদিও ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য হয়নি, তবুও ভগবানের প্রতিনিধি ভগবানেরই মতো, কারণ এই প্রকার প্রতিনিধি এমন কিছু বলেন না যা ভগবান বলেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুরুর বর্ণনা প্রদান করে বলেছেন, *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ*—সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর শিষ্যদের শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসারে উপদেশ দেন। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি শ্রীকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করেছেন। এটিই হচ্ছে গুরু-পরম্পরা। আদি গুরু হচ্ছেন ব্যাসদেব, কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বর্ণিত *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা।

তাই গুরুপূজাকে বলা হয় ব্যাসপূজা। চরমে আদি গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য হচ্ছেন নারদ মুনি, যাঁর শিষ্য ব্যাসদেব এবং এইভাবে আমরা ক্রমশ গুরু-পরম্পরার সংস্পর্শে আসি। যে ব্যক্তি জানে না শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর অবতারেরা কি চান, সেই ব্যক্তি কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্য এবং ভগবানের উদ্দেশ্য অভিন্ন, এবং তা হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করা।

শ্লোক ৪৯

ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশ-
মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্ ।
কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-
স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৯ ॥

ন—না; **যৎ-প্রসাদ**—ভগবানের করুণার; **অযুত-ভাগ-লেশম্**—কেবল অযুত ভাগের এক ভাগ মাত্র; **অন্যে**—অন্যরা; **চ**—ও; **দেবাঃ**—এমন কি দেবতারা পর্যন্ত; **গুরবঃ**—তথাকথিত গুরু; **জনাঃ**—সমস্ত লোকেরা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **কর্তুম্**—সম্পাদন করার জন্য; **সমেতাঃ**—সকলে একত্রে; **প্রভবন্তি**—সমানভাবে সমর্থ হতে পারে; **পুংসঃ**—ভগবানের দ্বারা; **তম্**—তাঁকে; **ঈশ্বরম্**—ভগবানকে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **শরণম্**—আশ্রয়; **প্রপদ্যে**—শরণ গ্রহণ করি।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতা, তথাকথিত গুরু এবং অন্য সমস্ত লোকেরা স্বতন্ত্রভাবে অথবা সমবেতভাবে আপনার কৃপার দশ সহস্রভাগের এক ভাগও প্রদান করতে পারে না। তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—সাধারণ মানুষেরা জড় বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকাম-কর্মের আশু ফল লাভের আশায় দেবতাদের পূজা করে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেহেতু তাঁর ভক্তের ফরমাশ সরবরাহকারী হন না, তাই মানুষেরা সাধারণত তাঁর ভক্ত হন না। ভগবান তাঁর ভক্তকে এমন বর দেন না, যার ফলে তাঁর জড়-জাগতিক বাসনা বৃদ্ধি পাবে। দেবতাদের পূজা করলে

তার ফল পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, *অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্*—দেবতাদের কাছ থেকে যে বর লাভ করা যায় তা সবই অনিত্য। দেবতারা যেহেতু অনিত্য, তাই তাঁদের দেওয়া বরগুলিও অনিত্য, এবং সেগুলির কোন চিরস্থায়ী মূল্য নেই। যারা অজ্ঞান তারাই এই প্রকার বর আকাঙ্ক্ষা করে (*তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্*)। বিষ্ণুর কৃপা কিন্তু ভিন্ন ধরনের। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় জীব জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই ভগবানের কৃপার দশ সহস্রভাগের এক ভাগের সঙ্গেও দেবতাদের বরের তুলনা হয় না। অতএব, দেবতা অথবা ভণ্ড গুরুদের কাছ থেকে বর লাভ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। কেবল ভগবানের কৃপা লাভেরই অভিলাষ করা উচিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

শ্লোক ৫০

অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃত-
স্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ ।
ত্বমর্কদৃক্ সর্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরুর্নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাম্ ॥ ৫০ ॥

অচক্ষুঃ—যার দর্শনশক্তি নেই; **অন্ধস্য**—এই প্রকার অন্ধ ব্যক্তির; **যথা**—যেমন; **অগ্রণীঃ**—নেতা, যিনি অগ্রে গমন করেন; **কৃতঃ**—স্বীকৃত; **তথা**—তেমনই; **জনস্য**—এই প্রকার ব্যক্তি; **অবিদুষঃ**—যার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই; **অবুধঃ**—মূর্খ; **গুরুঃ**—গুরু; **ত্বম্**—আপনি; **অর্ক-দৃক্**—সূর্যের মতো প্রকাশিত; **সর্ব-দৃশাম্**—সমস্ত জ্ঞানের উৎসের; **সমীক্ষণঃ**—পূর্ণদ্রষ্টা; **বৃতঃ**—স্বীকৃত; **গুরুঃ**—গুরু; **নঃ**—আমাদের; **স্ব-গতিম্**—যিনি তাঁর প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অবগত; **বুভুৎসতাম্**—এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তি।

অনুবাদ

দর্শনে অক্ষম এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে নেতারূপে বরণ করে, তেমনই অজ্ঞ ব্যক্তিরাই অন্য আর একজন অজ্ঞ ব্যক্তিকে তাদের গুরুরূপে বরণ করে। কিন্তু আমরা আত্মতত্ত্ব লাভের অভিলাষী। তাই, আমরা পরমেশ্বর ভগবান আপনাকে আমাদের গুরুরূপে বরণ করি, কারণ আপনি সর্বদিকে দর্শন করতে সক্ষম এবং আপনি সূর্যের মতো সর্বজ্ঞ।

তাৎপর্য

বদ্ধ জীব অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এবং তাই জীবনের উদ্দেশ্য না জেনে, যে বাগ্‌জাল সৃষ্টি করতে পারে অথবা ভেলকিবাজি দেখাতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে সে গুরু রূপে বরণ করে। এই ধরনের ভেলকিবাজি বা যাদুর দ্বারা মূর্খেরাই কেবল মুগ্ধ হয়। কখনও কখনও মূর্খ মানুষেরা এমন কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করে, যে একটু-আধটু যোগসিদ্ধির বলে একটু সোনাদানা বানাতে পারে। যেহেতু এই প্রকার শিষ্যেরা নিতান্তই অজ্ঞ, তাই তারা বিচার করতে পারে না সোনা তৈরি করতে পারাটাই গুরুর যোগ্যতা কি না। সোনা বানানই যদি গুরুর যোগ্যতা হয়, তা হলে তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন গুরুরূপে বরণ করে না, যিনি অসংখ্য স্বর্ণখনি সৃষ্টি করেছেন? *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।* সমস্ত স্বর্ণখনি ভগবানের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। তাই মানুষ কেন অল্প এক টুকরো সোনা বানাতে পারে যে ব্যক্তি তাকে গুরুরূপে বরণ করে? যারা অন্ধ তারাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে এই প্রকার গুরুর শিষ্য হয়। মহারাজ সত্যব্রত কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন ভগবান কে, এবং তাই তিনি ভগবানকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন। ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধি কেবল গুরু হতে পারেন। ভগবান বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—"যে আমার শরণাগত হয়, সে তৎক্ষণাৎ মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়।" তাই গুরুর কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া, কারণ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেটিই গুরুর লক্ষণ। সেই উপদেশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও দিয়ে গেছেন—*যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।* অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করে না, তাকে কখনও গুরুরূপে বরণ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৫১

জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং গতিং
যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ ।
ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা
প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদম্ ॥ ৫১ ॥

জনঃ—যে ব্যক্তি সদ্‌গুরু নয় (একজন সাধারণ মানুষ); **জনস্য**—জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত নয় এই রকম সাধারণ মানুষের; **আদিশতে**—উপদেশ দেন; **অসতীম্**—অনিত্য, জড়; **গতিম্**—জীবনের উদ্দেশ্য; **যয়া**—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা; **প্রপদ্যেত**—শরণাগত হন; **দুরত্যয়ম্**—দুর্লঙ্ঘ্য; **তমঃ**—অজ্ঞান; **ত্বম্**—আপনি; **তু**—কিন্তু; **অব্যয়ম্**—অবিনশ্বর; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অমোঘম্**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **অঞ্জসা**—অতি শীঘ্র; **প্রপদ্যতে**—প্রাপ্ত হয়; **যেন**—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারা; **জনঃ**—ব্যক্তি; **নিজম্**—নিজের; **পদম্**—স্বরূপ।

অনুবাদ

প্রাকৃত গুরু তার প্রাকৃত শিষ্যকে অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিষয় ভোগের শিক্ষা প্রদান করে, এবং তার ফলে মূর্খ শিষ্য জড় জগতের অজ্ঞানেই আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আপনি শাশ্বত জ্ঞান দান করেন এবং সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা অতি শীঘ্রই তাঁদের স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

তাৎপর্য

তথাকথিত গুরুরা তাদের শিষ্যদের জড়-জাগতিক লাভের জন্য উপদেশ দেয়। কোন কোন গুরু শিক্ষা দেয় কিভাবে ধ্যান করার ফলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দেহ সুস্থ রাখা যায় এবং বুদ্ধির বৃদ্ধি সাধন করা যায়। আর এক প্রকার গুরু উপদেশ দেয় যে, যৌন সুখভোগই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য এবং তাই যথাসাধ্য যৌনসুখ ভোগে লিপ্ত হওয়া উচিত। এই সমস্ত হচ্ছে মূর্খ গুরুর উপদেশ। এই সমস্ত মূর্খ গুরুর উপদেশের ফলে মানুষ জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। কিন্তু কেউ যদি *ভগবদ্গীতায়* অথবা সাংখ্য-দর্শনে ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করার সদ্‌বুদ্ধি প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি অচিরেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। *নিজং পদম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে জীবের

কুণ্ঠাহীন বৈকুণ্ঠলোকে বা চিৎ-জগতে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তাই, মানুষের কর্তব্য ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করা। তা হলে *ভগবদ্গীতায়* যে কথা বলা হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*—তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। ভগবান তাঁর স্বরূপে চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, এবং যে ভক্ত ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করেন তিনিও ভগবানের কাছে ফিরে যান (*মামেতি*)। এই প্রকার ভক্ত তখন তাঁর চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের কাছে ফিরে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে খেলা করেন এবং নৃত্য করেন। সেটিই হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ৫২

ত্বং সর্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো
হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ ।
তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধী-
র্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ ॥ ৫২ ॥

ত্বম্—হে প্রভু, আপনি; **সর্ব-লোকস্য**—সমস্ত গ্রহলোকের; **সুহৃৎ**—পরম হিতৈষী বন্ধু; **প্রিয়**—প্রিয়তম; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **হি**—ও; **আত্মা**—পরমাত্মা; **গুরুঃ**—পরম গুরু; **জ্ঞানম্**—পরম জ্ঞান; **অভীষ্ট-সিদ্ধিঃ**—সমস্ত বাসনার পূর্তি; **তথা অপি**—তবুও, **লোকঃ**—লোকেরা; **ন**—না; **ভবন্তম্**—আপনাকে; **অন্ধ-ধীঃ**—অন্ধ বুদ্ধির ফলে; **জানাতি**—জানতে পারে; **সন্তম্**—অবস্থিত; **হৃদি**—তার হৃদয়ে; **বদ্ধ-কামঃ**—কামের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনি সকলের পরম সুহৃদ, প্রিয়, নিয়ন্তা, পরমাত্মা, পরম উপদেষ্টা, পরম জ্ঞান প্রদাতা এবং সমস্ত বাসনা পূরণকারী। কিন্তু, আপনি যদিও হৃদয়ে রয়েছেন, তবুও মূর্খেরা তাদের কাম-বাসনার ফলে আপনাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

এখানে মূর্খতার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই জড় জগতে বদ্ধ জীবেরা যেহেতু কাম-বাসনায় পূর্ণ, তাই ভগবান তাদের হৃদয়ে থাকা সত্ত্বেও তারা ভগবানকে জানতে পারে না (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। এই মূর্খতার জন্যই মানুষ

ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না, যদিও ভগবান সকলকেই অন্তরে এবং বাইরে উপদেশ দিতে প্রস্তুত। ভগবান বলেছেন—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। অর্থাৎ, ভগবান ভগবদ্ভক্তির উপদেশ দিতে পারেন, যার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ এই ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করে না। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পূর্ণ উপদেশ প্রদান করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু কাম-বাসনার ফলে জীব জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাই সে ভগবানের সেবা করে না। এইভাবে মানুষ ভগবানের মূল্যবান উপদেশ থেকে বঞ্চিত হয়। মনোধর্মী জ্ঞানের প্রভাবে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে তার দেহ নয়, তার স্বরূপে সে চিন্ময় আত্মা, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনও চরিতার্থ হয় না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া, ভগবানের সঙ্গে থাকা, ভগবানের সঙ্গে খেলা করা, ভগবানের সঙ্গে নৃত্য করা, ভগবানের সঙ্গে আহার করা। এইভাবে চিৎ-জগতে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা যায়। কেউ যদি মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়ে তার চিন্ময় পরিচয় বুঝতেও পারে, তবুও সে ভগবানকে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত চিন্ময় জীবনের আনন্দ আস্বাদন করতে পারবে না। সেই কথা এখানে *অভীষ্টসিদ্ধিঃ* শব্দটির মাধ্যমে সূচিত হয়েছে। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই কেবল জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। তখন ভগবান উপদেশ দেন কিভাবে ভগবদ্ধামে যেতে হয়।

শ্লোক ৫৩

ত্বং ত্বামহং দেববরং বরেণ্যং
প্রপদ্য ঈশং প্রতিবোধনায় ।
ছিন্ধ্যর্থদীপৈর্ভগবন্ বচোভি-
র্গ্রন্থীন্ হৃদয্যান্ বিবৃণু স্বমোকঃ ॥ ৫৩ ॥

ত্বম্—আপনি কত মহান; **ত্বাম্**—আপনাকে; **অহম্**—আমি; **দেব-বরম্**—দেবতাদের পূজ্য; **বরেণ্যম্**—বরণীয়তম; **প্রপদ্যে**—পূর্ণরূপে শরণাগত; **ঈশম্**—পরমেশ্বরকে; **প্রতিবোধনায়**—জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য; **ছিন্ধি**—ছেদন করুন; **অর্থ-দীপৈঃ**—পরমার্থ সম্বন্ধীয় উপদেশের আলোকের দ্বারা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **বচোভিঃ**—আপনার বাণীর দ্বারা; **গ্রন্থীন্**—গ্রন্থি; **হৃদয্যান্**—হৃদয়গত; **বিবৃণু**—দয়া করে বলুন; **স্বম্ ওকঃ**—আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য দেবতাদের বরেণ্য এবং পরম ঈশ্বর আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আপনার উপদেশের দ্বারা জীবনের পরম উদ্দেশ্য প্রকাশ করে, আপনি আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন এবং আমার জীবনের উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ করুন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, মানুষ জানে না গুরু কে এবং তাই জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশকারী গুরু খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রাজা সত্যব্রত আমাদের দেখিয়েছেন, কিভাবে ভগবানকে প্রকৃত গুরুরূপে বরণ করতে হয়। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়েছেন, কিভাবে এই জড় জগতে জীবন-যাপন করতে হয় এবং কিভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে হয়। তাই, তথাকথিত ভণ্ড এবং মূর্খ গুরুদের দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানকেই গুরুরূপে দর্শন করা উচিত। কিন্তু গুরুদেবের সাহায্য ব্যতীত *ভগবদ্গীতা* হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তাই পরম্পরার ধারায় গুরু আবির্ভূত হন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৩৪) ভগবান বলেছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" অর্জুন হচ্ছেন তাই তত্ত্বদর্শী বা গুরু। অর্জুন ভগবানকে স্বীকার করেছিলেন (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। তেমনই, ভগবানের ভক্ত শ্রীঅর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভগবানের ভগবত্তা স্বীকার করতে হয়, যা ব্যাস, দেবল, অসিত, নারদ এবং পরবর্তীকালে রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বাকাচার্য, বিষ্ণুস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ এবং তারও পরবর্তীকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। তা হলে গুরু খুঁজে পেতে অসুবিধা কোথায়? কেউ যদি ঐকান্তিক হন, তা হলে তিনি গুরুকে খুঁজে পেয়ে তাঁর কাছে সব কিছু জানতে পারেন। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। মহারাজ সত্যব্রত আমাদের মহাজনদের পথ প্রদর্শন করেছেন। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*। ভগবানের (*দশাবতার*) শরণাগত হওয়া মানুষের কর্তব্য এবং তাঁর কাছ থেকে চিৎ-জগৎ ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য।

শ্লোক ৫৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং ভগবানাদিপূরুষঃ ।
মৎস্যরূপী মহাম্ভোধৌ বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তবন্তম্**—মহারাজ সত্যব্রত এইভাবে বললে; **নৃপতিম্**—রাজাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **আদি-পূরুষ**—আদিপুরুষ; **মৎস্য-রূপী**—যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন; **মহা-অম্ভোধৌ**—প্রলয়ের জলে; **বিহরন্**—বিচরণ করে; **তত্ত্বম্ অব্রবীৎ**—পরমতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—ভগবানকে এইভাবে প্রার্থনা জানালে, প্রলয় সাগরে বিচরণশীল মৎস্যরূপী আদিপুরুষ ভগবান তাঁকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

পুরাণসংহিতাং দিব্যাং সাংখ্যযোগক্রিয়াবতীম্ ।
সত্যব্রতস্য রাজর্ষেরাত্মগুহ্যমশেষতঃ ॥ ৫৫ ॥

পুরাণ—পুরাণে, বিশেষ করে মৎস্যপুরাণে বর্ণিত বিষয়; **সংহিতাম্**—ব্রহ্ম-সংহিতা এবং অন্যান্য সংহিতায় নিহিত বৈদিক নির্দেশ; **দিব্যাম্**—সমস্ত দিব্য শাস্ত্র; **সাংখ্য**—সাংখ্য-দর্শন; **যোগ**—আত্ম-উপলব্ধির বিজ্ঞান বা ভক্তিযোগ; **ক্রিয়াবতীম্**—জীবনের ব্যবহারিক ক্রিয়া; **সত্যব্রতস্য**—রাজা সত্যব্রতের; **রাজর্ষেঃ**—মহান রাজর্ষি; **আত্ম-গুহ্যম্**—আত্মজ্ঞানের সমস্ত রহস্য; **অশেষতঃ**—সমস্ত শাখা সমেত।

অনুবাদ

ভগবান এইভাবে রাজা সত্যব্রতকে সাংখ্যযোগ নামক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, যে বিজ্ঞানের দ্বারা জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করা যায় (অর্থাৎ ভক্তিযোগ), সেই সঙ্গে তিনি পুরাণ (প্রাচীন ইতিহাস) এবং সংহিতা তাঁর কাছে নিঃশেষে বর্ণনা করেছিলেন। ভগবান স্বয়ং তাঁকে এই সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৬

অশ্রৌষীদৃষিভিঃ সাকমাত্মতত্ত্বমসংশয়ম্ ।
নাব্যাসীনো ভগবতা প্রোক্তং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫৬ ॥

অশ্রৌষীৎ—তিনি শুনেছিলেন; **ঋষিভিঃ**—মহর্ষিগণ; **সাকম্**—সহ; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান; **অসংশয়ম্**—নিঃসন্দেহে (কেননা তা স্বয়ং ভগবান বলেছিলেন); **নাবি আসীনঃ**—নৌকায় উপবেশন করে; **ভগবতা**—ভগবানের দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **ব্রহ্ম**—সমস্ত দিব্য শাস্ত্র; **সনাতনম্**—শাশ্বত।

অনুবাদ

নৌকায় উপবিষ্ট ঋষিগণ সহ রাজা সত্যব্রত ভগবান কর্তৃক বর্ণিত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করেছিলেন। এই সমস্ত উপদেশ সনাতন বৈদিক শাস্ত্রের (ব্রহ্ম) বাণী। তাই রাজা এবং ঋষিদের পরম তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না।

শ্লোক ৫৭

অতীতপ্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে ।
হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ ॥ ৫৭ ॥

অতীত—অবসানে; **প্রলয়-অপায়ে**—প্রলয়ের শেষে; **উত্থিতায়**—ঘুম থেকে উঠিয়ে; **সঃ**—ভগবান; **বেধসে**—ব্রহ্মাকে; **হত্বা**—হত্যা করে; **অসুরম্**—অসুরকে; **হয়গ্রীবম্**—হয়গ্রীব নামক; **বেদান্**—সমস্ত বেদ; **প্রত্যাহরৎ**—প্রদান করেছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

প্রলয়ের অবসানে (স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে) ভগবান হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ করে নিদ্রা থেকে উত্থিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ৫৮

স তু সত্যব্রতো রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ।
বিষ্ণোঃ প্রসাদাৎ কল্পেঽস্মিন্নাসীদ্ বৈবস্বতো মনুঃ ॥ ৫৮ ॥

সঃ—তিনি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **সত্যব্রতঃ**—সত্যব্রত; **রাজা**—রাজা; **জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুতঃ**—জ্ঞান এবং বিজ্ঞান-সম্পন্ন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **প্রসাদাৎ**—কৃপায়; **কল্পে অস্মিন্**—এই কল্পে (বৈবস্বত মনুর শাসনকালে); **আসীৎ**—হয়েছিলেন; **বৈবস্বতঃ মনুঃ**—বৈবস্বত মনু।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় রাজা সত্যব্রত সমস্ত বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং এই কল্পে তিনি সূর্যদেবের পুত্র বৈবস্বত মনুরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, সত্যব্রত চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে বৈবস্বত মন্বন্তর শুরু হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সত্যব্রত দ্বিতীয় মৎস্যাবতারের কাছে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৯

সত্যব্রতস্য রাজর্ষের্মায়ামৎস্যস্য শার্ঙ্গিণঃ ।
সংবাদং মহদাখ্যানং শ্রুত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৫৯ ॥

সত্যব্রতস্য—রাজা সত্যব্রতের; **রাজ-ঋষেঃ**—মহান রাজর্ষির; **মায়া-মৎস্যস্য**—এবং মৎস্যাবতারের; **শার্ঙ্গিণঃ**—মস্তকে একটি শৃঙ্গ সমন্বিত; **সংবাদম্**—বর্ণনা; **মহৎ-আখ্যানম্**—মহা উপাখ্যান; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মুচ্যেত**—মুক্ত হয়; **কিল্বিষাৎ**—সমস্ত পাপ থেকে।

অনুবাদ

রাজর্ষি সত্যব্রত এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মৎস্যাবতারের এই মহৎ দিব্য আখ্যান শ্রবণ করার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৬০

অবতারং হরের্যোঽয়ং কীর্তয়েদন্বহং নরঃ ।
সঙ্কল্পাস্তস্য সিধ্যন্তি স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬০ ॥

অবতারম্—অবতার; **হরেঃ**—ভগবানের; **যঃ**—যিনি; **অয়ম্**—তিনি; **কীর্তয়েৎ**—বর্ণনা করেন এবং কীর্তন করেন; **অন্বহম্**—প্রতিদিন; **নরঃ**—সেই ব্যক্তি; **সঙ্কল্পাঃ**—সমস্ত অভিলাষ; **তস্য**—তাঁর; **সিধ্যন্তি**—সফল হয়; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **যাতি**—ফিরে যান; **পরমাম্ গতিম্**—ভগবদ্ধামে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি মৎস্যাবতার এবং রাজা সত্যব্রতের এই আখ্যানটি কীর্তন করেন, তাঁর সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, এবং তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৬১

প্রলয়পয়সি ধাতুঃ সুপ্তশক্তের্মুখেভ্যঃ
শ্রুতিগণমপনীতং প্রত্যুপাদত্ত হত্বা ।
দিতিজমকথয়দ্ যো ব্রহ্ম সত্যব্রতানাং
তমহমখিলহেতুং জিহ্মমীনং নতোঽস্মি ॥ ৬১ ॥

প্রলয়-পয়সি—প্রলয়ের জলে; **ধাতুঃ**—ব্রহ্মার থেকে; **সুপ্ত-শক্তেঃ**—যিনি নিদ্রিত থাকার ফলে নিষ্ক্রিয় ছিলেন; **মুখেভ্যঃ**—মুখ থেকে; **শ্রুতি-গণম্**—বেদরাশি; **অপনীতম্**—অপহৃত হয়েছিল; **প্রত্যুপাদত্ত**—তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; **হত্বা**—হত্যা করে; **দিতিজম্**—মহাদৈত্য; **অকথয়ৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **ব্রহ্ম**—বৈদিক জ্ঞান; **সত্যব্রতানাম্**—সত্যব্রত এবং মহর্ষিদের জ্ঞান দান করার জন্য; **তম্**—তাঁকে; **অহম্**—আমি; **অখিল-হেতুম্**—সর্ব-কারণের পরম কারণকে; **জিহ্ম-মীনম্**—বিশাল মৎস্যরূপে আবির্ভূত; **নতঃ অস্মি**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

যিনি প্রলয় সলিলে বিচরণ করতে করতে নিদ্রাভিভূত ব্রহ্মার মুখ থেকে অপহৃত বেদরাশি পুনরায় ব্রহ্মাকে অর্পণ করেছিলেন, এবং মহারাজ সত্যব্রত ও মহর্ষিদের বেদের সারমর্ম উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বিশাল মীনরূপে আবির্ভূত ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এটিই ভগবান বিষ্ণুর মৎস্যাবতারের সঙ্গে সত্যব্রতের সাক্ষাৎকারের সারাংশ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্য ছিল হয়গ্রীবাসুরের কাছ থেকে সমস্ত *বেদ* উদ্ধার করে

তা ব্রহ্মাকে অর্পণ করা। ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সত্যব্রতের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এখানে *সত্যব্রতানাম্* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে, যাঁরা সত্যব্রতের মতো তাঁরা ভগবানের দেওয়া এই বৈদিক জ্ঞান গ্রহণ করতে পারেন। ভগবান যা বলেন তাই *বেদ*। *ভগবদ্গীতায়* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বেদান্তকৃদ্ বেদবিৎ*—ভগবান হচ্ছেন বৈদিক জ্ঞানের প্রণেতা এবং সমস্ত *বেদের* উদ্দেশ্য তিনি জানেন। তাই যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা *ভগবদ্গীতা* থেকে যথাযথভাবে জ্ঞান গ্রহণ করেন, তিনি বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হন (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। বেদবাদরতাদের কাছ থেকে, অর্থাৎ যারা বেদ পাঠ করে তার বিষয়বস্তুর কদর্থ করে, তাদের কাছ থেকে কখনও বৈদিক জ্ঞান লাভ করা যায় না। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে হয় ভগবানের কাছ থেকে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'ভগবানের মৎস্যাবতার' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

—আজ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, রাধাষ্টমীর দিন, ভগবান এবং আচার্যদের কৃপায় নতুন দিল্লীতে আমাদের কেন্দ্রে এই টীকা সমাপ্ত হল। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—*তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস/জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ*। আমার গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আদেশে আমি ইংরেজি ভাষায় *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা করছি, এবং তাঁর কৃপায় এই অনুবাদের কাজ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, এবং যে সমস্ত ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করেছে তাঁরা প্রচুরভাবে আমাকে সাহায্য করছে। এইভাবে আমরা প্রত্যাশা করি, আমার প্রয়াণের পূর্বেই এই মহান কাজটি আমি যেন শেষ করে যেতে পারি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়!

অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত